শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

কল্যাণকল্পতরু

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ
ঠাকুর বিরচিত

প্রচার-সংস্করণ—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ।

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, ভক্তি প্রসূন।

তাং—শ্রীশ্রীগুরুপূজা-দিবস,

৩রা নভেম্বর, ১৯৮৮।

প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠ, নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের কৃপা-নির্দ্দেশে ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ও সেবাইত শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে পরম করুণাময় অবতারী ভগবান শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের একান্ত নিজজন পরমহংস ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরচিত "কল্যাণ-কল্পতরু" দীর্ঘকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইয়া আমাদের পরম কল্যাণ বিধান করিলেন। বর্ত্তমান মুদ্রণকে 'পুনর্মুদ্রন'-ই বলা উচিত। শুধু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ-প্রারম্ভিক শ্লোকগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র।

বর্ত্তমান মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমাদের পরম পূজনীয়া দিদি শ্রীযুক্তা কৃষ্ণময়ী দেবী বহন করিয়া সকলের পরম কল্যাণ বিধান করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইতি—

বিনীত—

তাং ৩।১১।৮৮ প্রকাশক—

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত

কল্যাণকল্পতরু

—— ::(*)::——

বন্দে বৃন্দাটবীচন্দ্রং রাধিকাক্ষি-মহোৎসবম্।
ব্রহ্মাত্মানন্দধিক্কারি-পূর্ণানন্দরসালয়ম্ ॥ ১ ॥
চৈতন্যচরণং বন্দে কৃষ্ণভক্তজনাশ্রয়ম্।
অদ্বৈতমতধৌরেয়ভারাপনোদং পরম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাৎপর্য্য নিদিধ্যাসন-পূর্ব্বক সাধকগণ যে অভেদ ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করেন, তাহা আস্বাদক-আস্বাদ্যগত পূর্ণানন্দরস-দ্বারা তিরস্কৃত হয়। সেই চমৎকার পূর্ণানন্দরসের আলয়স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকার নেত্র-মহোৎসবস্বরূপ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

গুরুং বন্দে মহাভাগং কৃষ্ণানন্দস্বরূপকম্ ।
যন্মুদে রচিয়িষ্যামি কল্যাণকল্পপাদপম্ ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃতরসানন্দে ন যস্য কেবলা রতিঃ ।
তস্যেদং ন সমালোচ্যং পুস্তকং প্রেমসম্পুটম্ ॥৪॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদরূপ ভার, যে চরণাশ্রয় করিয়া অনেক ভাগ্যবান্ লোক দূর করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণভক্তজনগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণ আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহার আনন্দবৃদ্ধিকরণাভিপ্রায়ে এই কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ আমি রচনা করিব সেই পূজনীয় কৃষ্ণানন্দস্বরূপ গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর চরণ বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ—পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব—এই চতুর্বিংশতি সত্তাসমষ্টির নাম 'প্রকৃতি'। এতদতীত তত্ত্বের নাম—অপ্রাকৃত তত্ত্ব। সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব—চিন্ময়রসানন্দস্বরূপ তাহাতে যে সকল ব্যক্তির কেবলা রতি নাই, তাঁহারা এই প্রেমসম্পুটস্বরূপ পুস্তকখানি পাঠ করিবেন না; যেহেতু ইহার অপ্রাকৃত রস অনুভব করিতে না পারিলে, কেবল জড়ীয় দেহগত সুখ ধ্যান করিয়া তুচ্ছ কাম-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবেন ॥ ৪ ॥

অয়ং কল্পতরুর্নাম কল্যাণপাদপঃ শুভঃ।
বৈকুণ্ঠনিলয়ে ভাতি বনে নিঃশ্রেয়সাহ্বকে ॥ ৫ ॥
তস্য স্কন্ধত্রয়ং শুদ্ধং বর্ত্ততে বিদুষাং মুদে।
উপদেশস্তথা চোপলব্ধিস্তুচ্ছ্বাসকঃ কিল ॥ ৬ ॥
আশ্রিত্য পাদপং বিদ্বান্ কল্যাণং লভতে ফলম্।
রাধাকৃষ্ণবিলাসেষু দাস্যং বৃন্দাবনে বনে ॥ ৭ ॥
সংপূজ্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ সর্ব্বজীবাংশ্চ নিত্যশঃ।
কীর্ত্তয়ামি বিনীতোঽহং গীতং ব্রজরসাশ্রিতম্ ॥৮॥

অনুবাদ ঃ—বৈকুণ্ঠ নিঃশ্রেয়স-কাননে এই কল্যাণ-কল্পতরু নিত্য বিরাজমান ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ—ঐ তরুবরের প্রধান তিনটি স্কন্ধ বিদ্বজ্জন-গণের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। উক্ত স্কন্ধত্রয়ের নাম—'উপদেশ', 'উপলব্ধি' ও 'উচ্ছ্বাস' ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ—কল্পতরু আশ্রয় করিলে কল্যাণরূপ ফল-লাভ হয়। বৈকুণ্ঠনিলয়ের অন্তঃপুরস্থ বৃন্দাবন-নামক অপ্রাকৃত কাননে রাধাকৃষ্ণের বিলাসকার্য্যে নিত্যদাস্যই উক্ত কল্যাণ ॥৭॥

অনুবাদ ঃ—ব্রজবাসী, ক্ষেত্রবাসী ও নবদ্বীপমণ্ডলবাসী বৈষ্ণবগণকে তথা জ্ঞানপর ও কর্ম্মপর ব্রাহ্মণগণকে এবং ব্রহ্মা হইতে চণ্ডাল-কুক্কুর পর্য্যন্ত বৃক্ষের সমস্ত জীবকে পূজা করত আমি বিনীতভাবে ব্রজরসাশ্রিত গীতসকল কীর্ত্তন করিতেছি ॥৮॥

মঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু অনাথতারণ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় রূপ সনাতন, জয় গদাধর॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট রঘুনাথদ্বয়।
জয় ব্রজধামবাসী বৈষ্ণবনিচয়॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি' কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা-পদে মোরে রাখহ টানিয়া॥
আমিত' দুর্ভাগা অতি' বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥
ব্রাহ্মণ সকলে করি' কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণব-চরণে মোরে দেহ দৃঢ়মতি॥
উচ্চ নীচ সর্ব্বজীব-চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন আকিঞ্চন॥

সকলে করিয়া কৃপা দেহ মোরে বর।
বৈষ্ণবে করুন এই গ্রন্থের আদর॥
গ্রন্থদ্বারা বৈষ্ণবজনের কৃপা পাই।
বৈষ্ণবকৃপায় কৃষ্ণলাভ হয় ভাই॥
বৈষ্ণব বিমুখ যা'রে, তাহার জীবন।
নিরর্থক জান ভাই, প্রসিদ্ধ বচন॥
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে আছে নিঃশ্রেয়স বন।
তাহে শোভা পায় কল্পতরু অগণন॥
তাহা-মাঝে এ কল্যাণকল্পতরুরাজ।
নিত্যকাল নিত্যধামে করেন বিরাজ॥
স্কন্ধত্রয় আছে তা'র অপূর্ব্ব দর্শন।
উপদেশ, উপলব্ধি, উচ্ছ্বাস গণন॥
সুভক্তি-প্রসূন তাহে অতি শোভা পায়।
'কল্যাণ' নামক ফল অগণন তায়॥
যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
'কৃষ্ণসেবা' সুকল্যাণ-ফল তাঁর হয়॥
শ্রীগুরুচরণ-কৃপা-সামর্থ্য লভিয়া।
এ-হেন অপূর্ব্ব বৃক্ষ দিলাম আনিয়া॥
টানিয়া আনিতে বৃক্ষ এ কর্কশ মন।
নাশিল ইহার শোভা শুন সাধুজন॥

তোমরা সকলে হও এ বৃক্ষের মালী।
শ্রদ্ধা-বারি দিয়া পুনঃ কর রূপশালী॥
ফলিবে কল্যাণ-ফল—যুগলসেবন।
করিব সকলে মিলি' তাহা আস্বাদন॥
নৃত্য করি' হরি বল, খাও সেবা ফল।
ভক্তিবলে কর দূর কুতর্ক-অনল॥

—(*)—

উপদেশ

দীক্ষা গুরু কৃপা করি' মন্ত্র উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণতত্ত্বের নির্দেশ॥
শিক্ষা গুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গ সার॥
শিক্ষাগুরুগণ-পদে করিয়া প্রণতি।
উপদেশমালা বলি নিজ মনঃপ্রতি॥

১

মন রে, কেন মিছে ভজিছ অসার।
ভূতময় এ সংসার জীবের পক্ষেতে ছার।
অমঙ্গল-সমুদ্র অপার॥

ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদা শিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্ত্ব তাই এ জড়জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার॥
ফিরে দেখ একবার' আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মা-রূপী হ'য়ে শ্রীচৈতন্য-সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার॥
নিত্যকাল সখীসঙ্গে, পরানন্দ-সেবা-রঙ্গে,
যুগল ভজন কর সার।
এ-হেন যুগল ধন, ছাড়ে যেই মূর্খজন,
তা'র গতি নাহি দেখি আর॥

২

মন, তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড়কাম পরিহরি', শুদ্ধকাম সেবা করি',
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ॥
অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।
কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ॥

তুমি সেবা কর যা'রে সে তোমা ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ।
ছাড় তবে মিছা কাম, হও তুমি সত্যকাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ।
যাঁহার কুসুম শরে, তব নিত্য কলেবরে,
ব্যাপ্ত হ'বে প্রেম অন্তরঙ্গ।

৩

মন রে তুমি বড় সন্দিগ্ধ-অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হ'য়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর॥
ভুলিয়া স্বকীয় ধাম, সেবি' জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর।
তোমার তুমিত্ব যিনি, আচ্ছাদিত হ'য়ে তিনি,
লুপ্ত প্রায় দেহের ভিতর॥
তুমি ত' জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর চরাচর।
এ দুঃখ কহিব কা'রে, নিত্যপতি পরিহারে,
তুচ্ছতত্ত্বে করিলে নির্ভর॥
নাহি দেখ আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি' দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর।

আত্মা আছে কি না আছে, সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধু-সঙ্গ কর অতঃপর ॥
বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চ'লে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পাবে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধাশ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর ॥
ভক্তিবিনোদের ধন, রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ,
তাহে রতি রহুঁ নিরন্তর ॥

৪

মন, তুমি বড়ই পামর ॥
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁকে কেন পরিহরি,
কামমার্গে ভজ দেবান্তর ॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর ॥

সে সবে সম্মান করি, ভজ একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁতে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি' কাল কাট নিরন্তর॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল. শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর।
বিনোদ কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর॥

৫

মন, তব কেন এ সংশয়।
জড় প্রতি ঘৃণা করি'. ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয়॥
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব ব্রহ্মময়।
নিরাকার নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী সনাতন,
সস্বরূপ করিছ নিশ্চয়॥
অভাব-ধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব তাহে হয়।

ত্যজ এই তর্কপাশ, পরানন্দ-পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্র করহ আশ্রয় ॥
সচ্চিৎ-আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্ব্বানন্দ-মাধুর্য্য নিলয়।
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপ, এই এক অপরূপ,
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয় ॥
অতএব ব্রহ্ম তাঁ'র অঙ্গকান্তি সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তাঁ'রে কয়।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
বিনোদের যাহাতে প্রণয় ॥

৬

মন, তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি', ন্যায়রত্ন নাম ধরি',
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার ॥
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ-স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরমফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার ॥
হৃদয় কঠিন হ'ল ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হ'বে ভবসিন্ধু পার।

অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলাল চক্রধর,
সাধন কেমন হ'বে তাঁ'র ॥
সহজ-সমাধি ত্যজি', অনুমিতি মান ভজি'
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো ধিক্ সেই তর্কছার।
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার ॥

৭

মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম, যম-সাধন,
প্রণায়াম আসন-রচনা ॥
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না।
দেহ মন শুষ্ক করি', রহিবে কুম্ভক ধরি',
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পা'বে, পরমার্থ ভুলে যা'বে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।
স্থূল জড় পরিহরি', সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি',
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥

আত্মা নিত্য শুদ্ধধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তা'র কি ফল ঘটনা।
কর ভক্তি যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা ॥
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি অন্য যোগগতি,
কর রাধাকৃষ্ণ-আরাধনা ॥

৮

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায় !
কি আশ্চর্য্য ক'ব কা'কে, সদোপাস্য বল যাঁকে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায় ॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায় ?
লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাদ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায় ॥
এ হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতিয় উপায়।
'সাযুজ্য'-'নির্ব্বাণ'-আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায় ॥
কৃষ্ণপ্রীতি-ফলময়, 'তত্ত্বমসি' আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।

অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম-স্বরূপ জানায় ॥
তা' হ'তে কিরণ জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমৎকার ।
মায়াবদ্ধজীব তা'হে, নির্বৃত হইতে চাহে,
সূর্য্যাভাবে খদ্যোতের প্রায় ॥
যদি কভু ভাগ্যদয়ে, সাধু-গুরুসমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায় ।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে, ক্ষুদ্ররস-অনুভবে,
ব্রহ্ম ছাড়ি' পরব্রহ্মে ধায় ॥
শুকাদির সুজীবন, কর ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায় ॥

৯

মন রে, কেন আর বর্ণ-অভিমান ।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যা'বে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান ॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান ।
নরকেও দুইজনে, দণ্ড পা'বে একাসনে
জন্মান্তরে সমান বিধান ॥

তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ-মান,
মরণ অবধি যা'র মান।
উচ্চ বর্ণ পদ ধরি', বর্ণান্তরে ঘৃণা করি',
নরকের না কর' সন্ধান॥
সামাজিক মন ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর' অপমান॥
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে' বুদ্ধিমান॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ' তুমি যথাশক্তি,
সোনায় সোহাগা পা'বে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতিগান॥

১০

মন রে, কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতি শাস্ত্র, ব্যাকরণ, নানাভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে' যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি', যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব॥

বিদ্যায় মার্জন তা'র, কভূ কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান' সব ॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর' অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তা'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ॥

১১

রূপের গৌরব কেন ভাই ?

অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হ'বে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে,
চিতার আগুনে হবে ছাই ॥
যে মুখসৌন্দর্য্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর', যেবা আভরণ পর',
কোথা সব রহিবে তখন ? ॥
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে ল'বে,
দগ্ধ করি' গৃহেতে আসিবে।

তুমি কা'র কে তোমার, এবে বুঝি' দেখ সার,
দেহ-নাশ অবশ্য ঘটিবে ॥
সুনিত্য-সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ॥

(১২)

মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে-সকল ছার ॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে ॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন ॥
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হ'বে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।

জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধা-কৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার ॥

(১৩)

মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও।
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকিতত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও ॥
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান ॥
অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর প্রয়াস।
পূর্ণবস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পরহে ভাই,
শীতবস্ত্র কন্থা বহির্ব্বাস।
অগুরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা তিলক ভাই',
হারের বদলে ধর মালা।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্বি ছাড় সংসারে জ্বালা ॥
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য-বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর।

সে সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর ॥
তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল ॥
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও ॥

(১৪)

মন, তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত ॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।

যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই' সে তীর্থেতে নাহি যাই.
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥

(১৫)

দেখ মন, ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি', আছ নানা ব্রত ধরি',
রাধাকৃষ্ণ করিতে প্রসন্ন ॥
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তা'র আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।
দেখিবে বিচার করি', সু-কঠিন ব্রত ধরি',
সহজের না কর বিনাশ ॥

কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয় ॥
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হ'ন।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ॥
ইহাতে যে গূঢ় মর্ম্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন।
বিনোদের নিবেদন, বিধিমুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন ॥

(১৬)

মন, তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত, জনে নহে অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল ॥
বুজ্‌রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই'
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রুর বেশ দেখ যা'র শ্রদ্ধাস্পদে সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায় ॥

ভক্ত-সঙ্গ হয় যাঁর, ভক্তিফল ফলে তাঁ'র,
অকৈতবে শান্ত ভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর ॥

(১৭)

মন, তোরে বলি এ বারতা !
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়',
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা ॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা',
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি' ॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ ॥

এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' নৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায় ॥

(১৮)

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল "প্রেম প্রেম", বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি',
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে ?।
দশ-অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,'
দুষ্টফল করিলে অর্জন ॥

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা-মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম-'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥

(১৯)

কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম প্রায়।
চর্ম্মমাংসময়-কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড় বিষয়েতে সদা ধায় ॥
জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম-মর্ম্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়' প্রেম এবে সুপ্ত-প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি ॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥

ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর' দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর' পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ॥

—(*)—

অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি

(১)

আমি অতি পামর দুর্জ্জন।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাসতায়,
কাটাইনু অমূল্য জীবন॥
কতদিন গর্ব্ভবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্ম্মবশে।
গ্রাম্য-ধর্ম্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জ্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে॥
বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অস্ত দন্ত, শরীর অশক্ত।
জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়,
বল কিসে হই অনুরক্ত॥
ভোগ্যবস্তু-ভোগশক্তি, তা'তে ছিল আনুরক্তি,
যে পর্য্যন্ত ছিল দেহে বল।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল,
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল॥
সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি।

ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি, ভজিলাম অরি ॥

(২)

সাধু সঙ্গ না হইল হায় ।
গেল দিন অকারণ, করি, অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায় ॥
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি', সাধুজনে পরিহরি',
মদগর্বে কাটা'নু জীবন ॥
ভক্তিমুদ্রা-দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায় ।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি', হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ? ॥
জ্ঞানের গরিমা বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া ।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া ॥
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু ।

তা' হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এই সংসারসিন্ধু ॥

(৩)

ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্ম-ফাঁসে,
ঊর্ণনাভি-সম কর্ম্মজাল ॥
উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়ক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার ॥
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যজি', নানা দেবদেবী ভজি',
মদগর্বে কাটানু জীবন।
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তিধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥
ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর এ ধনজনে,
ধিক্ মোর বর্ণ-অভিমান।
ধিক্ মোর কুলমানে, ধিক্ শাস্ত্র অধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান ॥

(৪)

ওরে মন- কি বিপদ্ হইল আমার ।
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জীবেরে ধরে,
তাহা হৈতে পাইতে নিস্তার ॥
সাধিনু অদ্বৈত মত, যাহে মায়া হয় হত,
বিষ সেবি' বিকার কাটিল ।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল ॥
'আমি ব্রহ্ম একমাত্র', এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই ? ।
বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই ? ॥
মায়াদত্ত-কু-বিচার, মায়াবাদ বিষভার,
এই দুই আপদ-নিবারণ ।
হরিনামামৃত-পান, সাধু-বৈদ্য-সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণ ।

(৫)

ওরে মন, ক্লেশ তাপ দেখি যে অশেষ ।
অবিদ্যা, অস্মিতা আর, অভিনিবেশ দুর্ব্বার,
রাগ, দ্বেষ—এই পঞ্চ ক্লেশ ॥

অবিদ্যাত্মবিস্মরণ, অস্মিতান্যবিভাবন,
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্মাবিশুদ্ধতা,
পঞ্চ ক্লেশ সদাই দুর্গতি ॥

ভুলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, মায়া-ভোগে সুপ্রমত্ত,
'আমি' 'আমি' করিয়া বেড়াই।
'এ আমার, সে আমার', এ ভাবনা অনিবার,
ব্যস্ত করে মোর চিত্ত ভাই ॥

এ রোগ-শমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।
'আমি ব্রহ্ম মায়াভ্রম', এই ঔষধের ক্রম,
দেখি' চিন্তা হইল বিষম ॥

একে ত' রোগের কষ্ট, যমোপম বৈদ্য ভ্রষ্ট,
এ যন্ত্রণা কিসে যায় মোর।
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর' যদি সমাশ্রয়,
পার হ'বে, এ বিপদ ঘোর ॥

—(*)—

নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি

(১)

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।

জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,

তাহে কিবা আছে বল সার॥

ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,

কালে মিত্র, অকালে অপর॥

যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,

অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥

আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,

শমনের নিকট দর্শন।

রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,

বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥

ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,

যে আছে, সে দুঃখের কারণ।

সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,

হারাইবে পরমার্থ-ধন॥

ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,

কত আসুরিক দুরাশয়।

ইন্দ্রিয়-তর্পন সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥
মরণ-সময় তা'রা; উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা ॥

(২)

ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর ?।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত'
শান্ত হও মোর বাক্য ধর' ॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশা পথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ॥
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কা'ল চাও,
সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ।

তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব ॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই' শিবপদ কিসে পাই,
এইচিন্তা হবে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্মসাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত ॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে ॥

(৩)

ওরে মন, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর' দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখলেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর ॥
ইন্দ্রিয়তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তা'কে সুখ বলা নয়,
তাকে দুঃখ বলে' বিজ্ঞ-জন ॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত,
মূঢ়জন ভোগ-প্রতি ধায়।

সে-সব কৈতব জানি', ছাড়িয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানী
মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায় ॥
মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে' শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব-প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তা'রে
তা'র যত্ন নহে ফলবান্ ॥
অতএব স্পৃহাদয়, ছাড়ি' শোধ' এ-হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ-মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাই
বিনোদের এই ত' সাধনা ॥

(৪)

দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে ? ॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ॥
এই দেহ পতন হলে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার ॥

গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥

দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে॥

ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥

দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥

হায়! হায়! নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব?॥

শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥

কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥

যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥

অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

(৫)

শরীরের সুখে, মন, দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ-দেহ-সাধন সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী॥
কিন্তু নাহি জান মন, এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন-বিলয়ে॥

দেহের সৌন্দর্য্য, বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে,
তোমা' প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহ সদাই নবীন॥
জড়ীভূত দেহ-যোগ, জীবনের কর্ম্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয়॥

যে পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদির জড়স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে ক'রে টানাটানি।
দেখ, দেখ, ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি॥
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষে জীব পাশরে আপনি॥

আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর ? ।
জড় দেও বির্জ্জসন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজসমাধি-যোগে সাধ' ।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর'
সিদ্ধদেহ-অনুগত, কর' দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ ॥

—(*)—

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন

ওরে মন, বলি, শুন তত্ত্ব-বিবরণ।
যাহাঁর বিস্মৃতি-জন্য জীবের বন্ধন ॥
তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্ব্বসারাৎসার ॥
সেই তত্ত্ব শক্তিমান্ সম্পূর্ণ সুন্দর।
শক্তি, শক্তিমান্—এক বস্তু নিরন্তর ॥
নিত্যশক্তি নিত্যসর্ব্ব-বিলাস-পোষক।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলোক ॥
বিলাসার্থ নাম-ধাম-গুণ-পরিকর
দেশ-কাল-পাত্র সব শক্তি অনুচর ॥
শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস।
পরব্রহ্ম-সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ ॥
অতএব ব্রহ্ম আগে শক্তি-কার্য্য পরে।
যে করে, সিদ্ধান্ত, সেই মুর্খ এ সংসারে ॥
পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ-সহ জানি।
অকিরণ চন্দ্রসত্তা কভু নাহি মানি ॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি-সহ পরিকর।
সমকাল নিত্য বলি' মানি অতঃপর ॥

অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই॥
সেই সে অদ্বয়তত্ত্ব পরানন্দাকার।
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার॥
কৃষ্ণ সে পরমতত্ত্ব প্রকৃতির পর।
ব্রজেতে বিলাস কৃষ্ণ করে' নিরন্তর॥
চিদ্ধাম-ভাস্কর কৃষ্ণ, তার জ্যোতির্গত।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত॥
সেই জীব প্রেমধর্মী, কৃষ্ণগতপ্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে' পান॥
নানাভাবমিশ্রিত পিয়া দাস্য-রস।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা' পতি।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে' রতি॥
কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে॥
সেই ত' আনন্দ-লীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড অনন্ত॥
যে সব জীবের ভোগ-বাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ-ভাবেতে তা'রা জড়ে প্রবেশিল॥

মায়া-কার্য্য জড়, মায়া— নিত্যশক্তি-ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য, কারা-কর্ত্রী মায়া॥
সেই মায়া আদর্শের সমস্ত বিশেষ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ॥
জীব যদি হইলেন কৃষ্ণ-বহির্মুখ।
মায়াদেবী তবে তা'রে যাচিলেন সুখ॥
মায়া-সুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল॥
সেই সে অবিদ্যা-বশে অস্মিতা জন্মিল॥
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ॥
এইরূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ-গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া॥
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস।
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ, সর্ব্বনাশ॥
চিত্তত্ত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি'।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্ম্মের উদয়॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন॥
কৃষ্ণ-প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যা-রূপা মায়া করে' বন্ধন ছেদন॥
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য-বৃন্দাবন।
জীবের সাধন-জন্য করে' বিভাবন॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য-সেবা লাভ করে চৈতন্য-আশ্রয়ে॥
প্রকটিত লীলা আর গোলোক-বিলাস।
এক তত্ত্ব, ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ॥
নিত্যলীলা নিত্যদাসগণের নিলয়।
এ প্রকট-লীলা বদ্ধজীবের আশ্রয়॥
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্যতত্ত্বের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন-লীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মগত রতি-তত্ত্ব যাহে নিত্য হয়॥
জড়রতি-খদ্যোতের আলোক অধম।
আত্মরতি-সূর্য্যোদয়ে হয় উপশম॥
জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
জীবের সম্বন্ধে সব ঔপাধিক ধর্ম্ম॥

জড়রতি হৈতে লোক-ভোগ অবিরত।
জড়রতি ঐশ্বর্য্যের সদা অনুগত ॥
জড়রতি, জড়দেহ প্রভু-সম ভায়।
মায়িক বিষয়-সুখে জীবকে নাচায় ॥
কভু তা'রে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা।
কভু তা'রে শিক্ষা দেয় যোগৈশ্বর্য্য-কথা ॥
যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয় সুখে বদ্ধ মায়া-পাশে ॥
অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি' ভুক্তি মুক্তি-আশা করে' পরিহার ॥
সংসারে জীবন-যাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্য-দেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত ॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগদ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন ॥
সাধুগণ সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্ম্মবশে ॥

জীবন-যাত্রার জন্য বৈদিক-বিধান।
রাগ-দ্বেষ বিসর্জ্জিয়া করেন সম্মান॥

সামান্য বৈদিকধর্ম্ম অর্থফলপ্রদ।
অর্থ হইতে কাম-লাভ মূঢ়ের সম্পদ॥

সেই ধর্ম্ম, সেই অর্থ, সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত॥

তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ—কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ॥

অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥

জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন।
ভক্তিবলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন॥

যথা তথা বাস করি', যে-সে বস্ত্র পরি'।
সুলব্ধ-ভোজনদ্বারা দেহ রক্ষা করি'॥

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া॥

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-প্রভু অবতার।
ভকতিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার॥

(২)

অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-তত্ত্ব! আত্মার আনন্দ-
প্রসবণ! নাহি যা'র তুলনা সংসারে।

স্বধর্ম্ম বলিয়া যা'র আছে পরিচয়
এ জগতে ! এ তত্ত্বের শুন বিবরণ।
পরব্রহ্ম সনাতন আনন্দ-স্বরূপ,
নিত্যকাল রস-রূপ, রসের আধার—
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার !
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি, শক্তিমান্,
লীলারস-পরকাষ্ঠা, আশ্রয়-স্বরূপ।
তর্ক কি সে তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে ?
রসতত্ত্ব-সুগম্ভীর ! সমাধি-আশ্রয়ে
উপলব্ধ ! আহা মরি, সমাধি কি ধন !!
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক ! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ,
কিন্তু তাহে আস্বাদক-আস্বাদ্য-বিধান,
নিত্যধর্ম্ম অনুস্যূত ! অদ্বিতীয় প্রভু,
আস্বাদক কৃষ্ণরূপ,—আস্বাদ্য রাধিকা,
দ্বৈতানন্দ ! পরানন্দ-পীঠ বৃন্দাবন !
প্রাকৃত জগতে যাঁ'র প্রকাশ-বিশেষ,
যোগমায়া প্রকাশিতা ! তাঁহার আশ্রয়ে
লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব—
আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ-কল্যাণ !!

যদি চাহ নিত্যানন্দ প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরুপাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি,—
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ' রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব-অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব! তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধিকার নিত্যসখী! পরানন্দরস
অনুভবি'! মায়াভোগ তোমার পতন!!

(৩)

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন
জড়ীয় কুতর্কবলে হায়!
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন,
বিজ্ঞান আলোক নাহি তায়॥
চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি' জানে যেই জনে
জড়ে অনুকৃতি বলি' মানি'।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে
সমর্থ বলিয়া আমি জানি॥
অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়
বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি।

নির্দোষ বৈকুণ্ঠগত-সত্তা সমুদয়
সদোষ জড়ীয় পরিমিতি ॥
বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি
সুমধুর মহাভাবাবধি।
তা'র তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি
সঙ্গসুখ-সংক্লেশ জলধি ॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ করিয়া আশ্রয়
সহজসমাধি যোগবলে।
সাধক প্রকৃতিভাবে শ্রীনন্দ-তনয়
ভজেন সর্ব্বদা কৌতূহলে ॥

(৪)

'জীবন সমাপ্তি কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।'
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥

সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ।

—ঃ*ঃ—

উচ্ছ্বাস

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদ-ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

(২)

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে॥

শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত-পাতকী জনে করিলা মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥
তুমি ত' পবিত্র পদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়?॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে' এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার॥

(৩)

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল॥

নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার ? ॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে' উত্তেজন ॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী ॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবী ! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা ॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয় ॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি, কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদ, কল্পতরু ॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার" ॥

(৪)

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার ॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায় ॥

এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য-নাম শু'নে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত-পানে হইবে অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এ জন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

(৫)

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনেছি আগমে-বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাঁধি' করাও সংসার॥

শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয় ॥
এ দাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ' স্থান, তুমি যোগমায়া ॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়!
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায় ॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি ॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোরে পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে ॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার ॥

—(*)—

প্রার্থনা লালসাময়া

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবনধাম মম হইবে আশ্রয়॥
ঘুচিবে সংসারজ্বালা বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব-সংসর্গে মোর পুরিবে কামনা॥
ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরি-সংকীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে প'ড়ে র'ব বৈষ্ণব-চরণে॥
কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্ব-কাননে।
হেরিব যুগলরূপ হৃদয়-নয়নে॥
কবে সখী কৃপা করি' যুগল-সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজ পা'য়॥
কবে বা যুগললীলা করি' দরশন।
প্রেমানন্দভরে আমি হব অচেতন॥
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব ?॥
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন-কালে।
যা দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভা'সি আঁখি-জলে॥
কাকুতি মিনতি করি, বৈষ্ণবসদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে' অনুক্ষণ ॥

(২

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে-কৃপা কত দিনে হ'বে।
উপাধি-রহিত রতি চিত্তে উপজিবে ॥

কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল-বিলাস ॥

দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল।
কদম্ব-কাননে যা'ব ত্যজি জাতি কুল ॥

স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-বৈবর্ণ প্রলয়।
স্তম্ভ-স্বরভেদ কবে হইবে উদয় ॥

ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দু'জনে ॥

কবে নরোত্তম-সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে ॥

চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি' অন্য রতি।
করড়ি' মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি ॥

(৩)

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হ'বে
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে ॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে ॥
কর্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী বহির্মুখ-জন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন ॥
কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচার-রহিত এই নিতান্ত অশান্ত ॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী ॥
কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব-সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন ॥
স্পর্শিয়া বৈষ্ণব-দেহ এ দুর্জ্জন ছার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার ॥

(৪)

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার।
বুঝিতে শকতি' নাহি এই কথা সার ॥

শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁ'র লীলা-অন্ত বুঝে শকতি কাহার॥
তবে মূর্খ-জন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া।
গৌর-লীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া?॥
অনন্তের অন্ত আছে কোন্ শাস্ত্রে গায়?
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ, ইহা শুনি' হাসি পায়॥
কৃষ্ণ হইবেন গোরা, ইচ্ছা হ'ল তাঁ'র।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার॥
যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে॥
গোরা অবতারে তাঁ'র শ্রীজয়-বিজয়।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে অসুর আছিল।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়াঁ জনমিল॥
স্মৃতি-তর্ক-শাস্ত্র-বলে বৈরী প্রকাশিয়া।
গোরাচাঁদ-সহ রণ করিল মাতিয়া॥
অতএব নবদ্বীপবাসী যত জন।
শ্রীচৈতন্য লীলা পুষ্টি করে অনুক্ষণ॥
এখন সে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি।
তাঁ'কে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী॥

শ্রীচৈতন্য-অনুচর শত্রু-মিত্র যত।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত॥
তোমরা করহ কৃপা এ দাসের প্রতি।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর বিনোদের মতি॥

(৫)

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পা'বে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্যজন॥
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' ল'ব করিয়া মিনতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া মোর কতদিনে হবে।
জীবের দুর্গতি দেখি' লোতক পড়িবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥
ব্রজবাসি-সন্নিধানে যুড়ি' দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলাস্থান হইয়া কাতর॥
ওহে ব্রজবাসি! মোরে অনুগ্রহ করি'।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি॥

তবে কোন ব্রজ-জন সকৃপ-অন্তরে।
আমারে যা'বেন ল'য়ে বিপিন-ভিতরে॥
বলিবেন, দেখ এই কদম্ব-কানন।
যথা রাসলীলা কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈল বাস॥
ঐ দেখ যথা হৈল দুকূল-হরণ।
ঐ স্থানে বকাসুর হইল নিধন॥
এইরূপ ব্রজ-জন-সহ বৃন্দাবনে।
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ-নয়নে॥
কভু বা যমুনাতীরে শুনি' বংশীধ্বনি।
অবশ হইয়া লাভ কবিব ধরণী॥
কৃপাময় ব্রজ-জন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
পান করাইবে জল পুরিয়া অঞ্জলি॥
হরিনাম শু'নে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ব্রজ-জন-সহ আমি করিব ভ্রমণ॥
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুকরী করি' বেড়াইব দ্বার দ্বার॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া॥

যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর।
জলজন্তু-মহোৎসব হইবে প্রচুর ॥
সিদ্ধ-দেহে নিজ-কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে ॥
এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার ॥

(৬

হরি হরি কবে মোর হ'বে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ ॥
অন্তরে-বাহিরে, সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া র'ব ॥
এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব,
জীবন যাপন 'লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী।

ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব ॥
ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে,
এ দেহ ছাড়িয়া দিব ॥
ভকতিবিনোদ, এই আশা করি
বসিয়া গোদ্রুমবনে ।
প্রভু-কৃপা লাগি', ব্যাকুল অন্তরে,
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে ॥

(৭)

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি ।
বৈষ্ণব-চরণ, কল্যাণের খনি,
মাতিব হৃদয়ে ধরি' ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা,
নির্দোষ, আনন্দময় ।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয় ॥
অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত ।
অন্তর-বাহিরে, নিষ্কপট সদা,
নিত্য-লীলা-অনুরক্ত ॥

কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে,
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তাঁ'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

(৮)

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

'আমি ত' বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।

প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র ॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে আমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥

(৯)

করে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা, বিবিধ বন্ধন,
ছাড়িব সংসার ঘোর ॥
বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপ-ধামে,
বাঁধিব কুঠিরখানি

শচীর নন্দন, চরণ-আশ্রয়,
করিব সম্বন্ধ মানি'
জাহ্নবী-পুলিনে, চিন্ময়-কাননে,
বসিয়া বিজন-স্থলে।

কৃষ্ণনামৃত, নিরন্তর পিব,
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' ব'লে॥

হা গৌর নিতাই, তোরা দুটি ভাই,
পতিতজনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥

কাঁদিতে কাঁদিতে, ষোলক্রোশ-ধাম,
জাহ্নবী-উভয়কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে,
দেখি কিছু তরুমূলে॥

'হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি',
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া, কাঁদিব গোপনে,
স্মরি' দুঁহু কৃপা-লব॥

(১০)

হা হা মোর গৌরকিশোর।

কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুম-বনে
দেখা দিবে মনচোর॥

আনন্দ-সুখদ-, কুঞ্জের ভিতরে,
গদাধরে বামে করি'।

কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি'॥

দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব,
রূপেতে করিবে আলা।

সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন,
গলেতে মোহনমালা॥

অনঙ্গ-মঞ্জরী, সদয় হইয়া
এ-দাসী-করেতে ধরি'।

দুহে নিবেদিবে, দুঁহার মাধুরী,
হেরিব নয়ন ভরি'॥

(১১)

হা হা কবে গৌর-নিতাই।

এ পতিতজনে, উরু কৃপা করি',
দেখা দিবে দু'টি ভাই॥

তুঁহু কৃপাবলে, নবদ্বীপ-ধামে,
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জ মনোহর,
হেরিব নয়ন-লোভা॥
তাহার নিকটে, শ্রীললিতা-কুণ্ড
রত্নবেদী কত শত।
যথা রাধকৃষ্ণ, লীলা বিস্তারিয়া,
বিহরেন অবিরত॥
সখীগণ যথা, লীলার সহায়,
নানা সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায়, সখীর আজ্ঞাতে,
কার্য্যে ইতি উতি ধায়॥
মালতীর মালা, গাঁথিয়া আনিব,
দিব তবে সখী-করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে, সখী পরাইবে,
নাচিব আনন্দ রে॥

(১২)

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ভোজন-শয়নে, দেহের যতন,
ছাড়িব বিরক্ত হঞা॥

নবদ্বীপ-ধামে, নগরে নগরে,
অভিমান পরিহরি'।
ধামবাসী-ঘরে, মধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি' ॥
নদীতটে গিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি,
পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি', আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল ॥
কাকুতি করিয়া, 'গৌর-গদাধর',
'শ্রীরাধামাধব' নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকি' উচ্চরবে,
ভ্রমিব সকল ধাম ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে,
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর' 'প্রভুর কীর্ত্তনে',
দেখাইবে দাস মানি'।

— (*) —

বিজ্ঞপ্তি

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
পড়েছি সংসার-ঘোরে॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর॥

গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষের দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি' ॥

(২)

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা' আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা ॥
গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম-ফাঁস ॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি ॥
গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন ॥

গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ জনে,
না কর করুণা-লব ॥
গোপীনাথ, আমি ত' মুরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব' পর ॥

(৩)

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥
গোপীনাথ, প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥

গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন
বিষয়ে রয়েছে ঘোর ॥

গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি ॥
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥

গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥

গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ-পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥

গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তা'র হে সংসৃতি-ঘোরে।

গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি', বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস ॥

(৪)

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন ।
কেমনে লভিবে চরম শরণ ॥
চিরদিন করিয়া ও' চরণ-আশ ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস ॥
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর' দান ॥
ভক্তিহীন বলি' না কর উপেক্ষা ।
মূর্খজনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা ॥
বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে ।
দেহ' অধিকার যুগল-বিলাসে ॥

চঞ্চল জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায় ।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায় ॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু ।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণা-জলসিন্ধু ॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ ।

নিজ-গুণে নাথ, কর' আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ ॥
সিদ্ধ-দেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ গুণগান ॥
যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর' আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায় ॥

—(*)—

উচ্ছ্বাস-কীর্ত্তন

নাম-কীর্ত্তন

কলি-কুক্কুর-কদন যদি চাও হে ।

কলিযুগ-পাবন, কলিভয়-নাশন,

শ্রীশচী-নন্দন গাও হে ॥

গদাধর-মাদন, নিতাই-এর প্রাণধন,

অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা ।

নিমাই বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,

ভক্তসমূহ-চিতচোরা ॥

নদীয়া-শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর,

নাম-প্রবর্ত্তন শূর ।

গৃহি-জন-শিক্ষক, ন্যাসিকুল-নায়ক,

মাধব-রাধাভাবপুর ॥

সার্ব্বভৌম-শোধন, গজপতি-তারণ,

রামানন্দ-পোষণ-বীর ।

রূপানন্দ-বর্দ্ধন, সনাতন পালন,

হরিদাস-মোদন ধীর ॥

ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন,

কপটী-বিঘাতন-কাম ।

শুদ্ধভক্ত-পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি-দূষণ-রাম ॥

(২)

বিভাবরী-শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রাম-কৃষ্ণ হয়গ্রীব ॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি-রাম ॥
যশোদা-দুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপী-প্রিয়জন, রাধিকা-রমণ,
ভুবন-সুন্দর-বর ॥
রাবণান্তকর, মাখন-তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দ-পাল,
চিত্তহারী বংশীধারী।

যোগীন্দ্র-বন্দন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহন-বংশীবিহারী ॥
যশোদা-নন্দন, কংস-নিসূদন,
নিকুঞ্জ-রাসবিলাসী।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥
আনন্দ-বৰ্দ্ধন, প্রেম-নিকেতন,
ফুলশর-:যাজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্ত-বিনোদন,
সমস্ত গুণগণ-ধাম ॥
যামুন-জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানস-চন্দ্রচকোর।
হরিনাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর ॥

—(*)—

রূপ কীর্ত্তন

(কামোদ)

জনম সফল তা'র, কৃষ্ণ-দরশন যা'র,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন করি' কৃষ্ণ-দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥
বৃন্দাবন-কেলি-চতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী॥
বর্ণ-নবজলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায়॥
ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে॥
(সখি হে) সুধাময়,সেরূপ মাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি॥

কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি',
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই'
আর না ভজিব আন ॥

—(*)—

গুণকীর্ত্তন

(১) ধানশী

বহির্মুখ হ'য়ে, মায়ারে ভজিয়ে,
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়,
হইলা আমার লাগি' ॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা বিতরণে,
শোধিতে নহে কাতর ॥
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি', নিজে অবতরি',
বংশীরবে নিলা হরি' ॥
এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ সখি! অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণচরণে,
গুণে বাঁধা, সদা নত ॥

(২) ভাটিয়ারী

শুন হে রসীক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।

কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে ॥
হৃদয় পীড়িত যা'র কৃষ্ণ চিকিৎসক তা'র
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্মুখজনে প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর ॥
কর্ম্মবন্ধ-জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তা'রে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর ॥
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥
প্রেমামৃত-বারিধারা, সদা পানরত তাঁ'রা
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।
সেই সব ব্রজ জন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীনহীন বিনোদের গতি ॥

—)*(—

লীলাকীর্ত্তন

(১) ধানশী

জীবে কৃপা করি, গোলোকের হরি,
ব্রজভাব প্রকাশিল।
সে ভাবরসজ্ঞ, বৃন্দাবন-যোগ্য'
জড়বুদ্ধি না হইল॥
কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার, সমান ইঁহার,
কভু নহে জা'ন সার॥
কৃষ্ণ নরাকার, সর্ব্ব রসাধার,
শৃঙ্গারের বিশেষতঃ।
বৈকুণ্ঠসাধক, সখ্যে অপারক,
মধুরে না হয় রত॥
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন মদন,
অপ্রাকৃত-রসময়।
জীবের সহিত, নিত্যলীলোচিত,
কৃষ্ণ-গুণগণ হয়॥

(২) ধানশী

যমুনা পুলিনে, কদম্ব-কাননে,
কি হেরিনু সখি! আজ।

শ্যাম বংশীধারী. মণিমঞ্চোপরি,
করে লীলা রসরাজ।
কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্টদলোপরি, শ্রীরাধা শ্রীহরি,
অষ্টসখি পরিজন॥
সুগীত-নর্ত্তনে, সব সখীগণে,
তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি', প্রকৃতি সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও লীলা-রসের তরে।
ত্যজি' কূললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
বিনোদ মিনতি করে॥

—:*:—

রসকীর্ত্তন

(অভিসার—কামোদ)

কৃষ্ণ বংশীগীত শুনি', দেখি' চিত্রপটখানি,
লোকমুখে গুণ শ্রবণিয়া।
পূর্ব্বরাগাক্রান্ত চিত, উন্মাদ-লহণান্বিত,
সখীসঙ্গে চলিল ধাইয়া॥
নিকুঞ্জকাননে করিল অভিসার।
না মানিল নিবারণ, গৃহকার্য্য অগণন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করিল বিচার॥
যমুনাপুলিনে গিয়া, সখীগণে সম্বোধিয়া,
জিজ্ঞাসিল প্রিয়ের উদ্দেশ।
ছাড়িল প্রাণের ভয়, বনেতে প্রবেশহয়,
বংশীধ্বনি করিয়া নির্দ্দেশ॥
নদী যথা সিন্ধু-প্রতি, ধায় অতি বেগবতী,
সেইরূপ রসবতী সতী।
অতি বেগে কুঞ্জবনে, গিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে,
আত্ম-নিবেদনে কৈল মতি॥

—:(*):—

কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে ? ।
অভিসার আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে ॥
মিলন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভাদি-বর্ণন ।
প্রকাশ করিতে নাহি সরে মম মন ॥
দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার ।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার ॥
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া ।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া ॥

ইতি শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু
কীর্ত্তন সমাপ্ত

—ঃ*ঃ—

Available At :—

(1) Sri Chaitanya Saraswat
Math Kolerganj.
P. O. Nabadwip, Dt. Nadia,
West Bengal, India.

(2) Sri Chaitanya Saraswat
Krishnanushilana Sangha
(Regd. No.—S 46506)
487, Dum Dum Park,
(OPP. tank no. 3)
Cal.—700055 Phone:—57-3293.

(3) Sri Chaitanya Saraswat Asharam
Vill & P. O. Hapania,
Dt: Burdwan, West Bengal.

(4) Sri Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
Gourbarsahi, Swargadwar
p. O. & Dt. Puri Orissa. India.

Further publications and information are available from the following centres world-wide :

Sri Chaitanya Saraswat Math
49, Dinsdale Rd., Blackheath, London SE3, U. K.
Tel : (0I) 853 1770

The August Assembly,
P. O. Box I32, Harrogate HGI 5UZ, U. K.
Tel : 423-530410

Sri Chaitanya Saraswat Mandal
62, South 13th Street, San Jose, Ca. 95112, USA.
Tel : (408) 9717477

Gaudiya Vaishnava Society
1307, Church Street, San Francisco, Ca. 94114, USA Tel : (415) 6473037

Gaudiya Vaishnava Society
81-39 255 St., Floral Park, N. Y., USA. Tel: (718) 347 0784

5779 Byrne Rd., Burnaby, B. C., Canada.

Sri Chaitanya Saraswat Sridhara Sangha
Calle Cabriales, Quinta Ruzafa, Colina de Bellemonte, Caracas, Vene-zuela. Tel : (02) 7520067

I. D. E. V.
Calle Razetti, Los Chaguaramos, Caracas I040, Venezuela Tel : 662 7242

Instituto de Estudios Vedicos
Apartado Postal 647, Santo Domingo, Rcpublica Dominicana

Instituto Superior de Estudios Vedicos
Carrera 3a No. 54A-72, Bogota, Colombia

Instituto de Estudios Vedicos
Prolongacion Ave. España, Ensanche Perellot No. 3, Santiago,

Republica Dominicana
Ave Acoce 320,04075 Moeme, São Paulo-Sp. Brazil

The Temple of Sriman Mahaprabhu
61, Kampong Pundut, Lumut 32200, Perak, Malaysia Tel : (05) 935153

05-57 Block 10, Kempas Rd., Singapore 1233

850 N Reyes St., Sampaloc, Manila, Philippines

Neugebaudestrasse 39-41, 1110 Vienna, Austria

Sri Chaitanya Saraswat Math
Via Dandola 24, No· 41, Sc. B 00152 Rome, Italy
Tel : (58) 99422

Sportstraat 48-1, 1076 TXAmsterdam, Holland,

Frejgatan 6-708, S-114, 2I Stockholm, Sweden

Rozalia Czegledi, 6me du Fain, Paris 3, France

P. O. Box 40632, Redhill, N. 4071, Rep. of South-Africa

Piha P. O., Auckland, New Zealand

Publication from Sri Chaitanya Saraswat Math

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলী

1. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ব্ববিভাগ ও দক্ষিণ-বিভাগ) 2. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পশ্চিমবিভাগ ও উত্তরবিভাগ) যন্ত্রস্থ, 3. শ্রীশ্রীপ্রপন্ন জীবনামৃতম্ 4. শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গীতা 5. শ্রীশরণাগতি, 6. কল্যাণ-কল্পতরু 7. শ্রীতত্ত্ববিবেক 8. শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য 9. শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত 10. গীতাবলী 11. পরমার্থ-ধর্ম্ম-নির্ণয় 12. উপদেশামৃত 13. অর্চ্চণ কণ 14. শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন 15. কীর্ত্তন-মঞ্জুষা 16. শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার উপসংহার 17. শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম্ 18. অমৃত বিদ্যা 19. শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলি 20. শ্রীগৌড়ীয়-পর্ব্বতালিকা 21. শ্রীকৃষ্ণানুশীলন সংঘবাণী 22. শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য 23. শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ 24. শ্রীনামতত্ত্ব-নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার। 25. শ্রীনামভজন বিচার প্রণালী।

26. Ambrosiā in the Lives of the Surrendered

Souls. 27. The Search for Śrī Kṛṣṇa: Reality The Beautiful (English, Spanish & Italian) 28. Śrī Guru & His Grace (Egn. & Spanish). 29. The Golden Volcano of Divine Love. (Eng.& Spanish) 30. Śrī Śrīmad Bhāgavad Gitā, The Hidden Treasure of the Sweet Absolute. 31. Śrī Śrī Prapanna Jivanāmritam (Life Nectar of The Surrendered Souls) 32. Loving Search For The Lost Servant(Eng.&Spanish) 33. Relative-World. 34. Śrī Prema Dhāma Deva Stotram (Beng. Hindi, Eng. Spanish, Dutch & French) 35. Reality By Itself & For Itself. 3 . Levels of God Realīzation The Kṛṣṇa Conception. 37. Evidenciā. 38. Śrī Gaudiya Darsan. 39. The Bhāgavata. 40. Sādhu Sanga. (Monthly) 41. Lā Busquedā De Śrī Kṛṣṇa. 42. The Search 43. The Divine Message. 44. Haridās Thākur. 45. The Guardian of Devotion 46. Lives of The Saints 47. Subjective Evolution. 48. Ocean of Nectar. 49. Sermons of the Guardian of devotion. 50. The Maha-mantra.

Printer & Publisher—Sri Rāma Chandra Brahmachāry

Sri Chaitanya Saraswat Printing Works

Sri Chaitanya Saraswat Math

Kolerganj, P. O.—Nabadwip

Dt. Nadia, West Bengal, India.